যায়যায়দিন

তারিখঃ ০৪/০৫/২০২১ (পৃঃ ১১)

লকডাউনেও সক্রিয় কৃষি মন্ত্রণালয়

■ যায়যায়দি রিপোর্ট

চলমান লকডাউনেও খোলা রয়েছে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর-সংস্থাগুলোর অফিস। কৃষি মন্ত্রণালয় সীমিত পরিসরে ও মাঠ পর্যায়ের বিশেষ করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে খোলা রয়েছে।

লকডাউনের শুরু থেকেই বোরো ধান কর্তনের জন্য কম্বাইন হারভেস্টার, রিপারসহ কৃষিযন্ত্র বিতরণ ও আন্তঃজেলা শ্রমিক পরিবহণে সহযোগিতা দেওয়াসহ বিভিন্ন জরুরি কাজের জন্য খোলা রয়েছে অফিসগুলো। তাছাড়া, আউশের প্রণোদনা; সার, বীজ, কীটনাশক প্রভৃতি উপকরণ বিতরণের কাজও সুষ্ঠুভাবে চলমান আছে।

মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে অফিস খোলা রেখে জরুরি কার্যক্রম চলমান আছে। মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থাগুলোর মাঠ পর্যায়ের অফিসের সঙ্গে প্রণোদনা, কৃষি উপকরণ ও ধান কাটাসহ প্রয়োজনীয় বিষয়ে সমন্বয়ের জন্য অতিরিক্ত সচিবদের নেতৃত্বে প্রতিদিন একটি করে টিম সচিবালয়ে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. হাসানুজ্জামান কল্লোল সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছেন।

পাশাপাশি, রোস্টার ভিত্তিতে উপসচিবদের নেতৃত্বে একটি 'মনিটরিং সেল' সচিবালয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া কৃষিমন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিবনিয়মিতভাবেসংস্থা প্রধানসহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে জরুরি সভা করছেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছেন। অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের কাজ ও ই-নথির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াও চলমান আছে। দপ্তরগুলোর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও এর মাঠ পর্যায়ের জেলা-উপজেলা অফিসগুলো খোলা রয়েছে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদুল্লাহ নিয়মিতভাবে অফিস করছেন। তিনি ও অধিদপ্তরের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মাঠপর্যায়ে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন অব্যাহত রেখেছেন।

Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর

তারিখঃ ০৪/০৫/২০২১ (পৃঃ ১১)

ঝালকাঠিতে বোরোর বাম্পার ফলন

জেলা বার্তা পরিবেশক, ঝালকাঠি

ঝালকাঠি জেলায় এ বছর প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ না থাকা বোরোর বাম্পার ফলন হয়েছে, এতে কৃষক ঘরে এখন আনন্দের বন্যা বইছে। তবে করোনা পরিস্থিতিজনিত কারণে এ বছর ঝালকাঠি জেলায় অনাড়ম্বরভাবে বোরো ধান কর্তন শুরু হয়েছে। এ বছর জেলায় আবাদের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে সাড়ে ১১ হাজার হেক্টরে আবাদ হয়েছে। জেলার ৪টি উপজেলার সিংহভাগ বোরো আবাদ হয়েছে ঝালকাঠি সদর ও নলছিটি উপজেলায়। জেলায় এ বছর প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ বা দুর্বিপাক না থাকায় কৃষকরা বাম্পার ফলন ঘরে তুলছে। এ পর্যন্ত কর্তন থেকে উচ্চ ফলনশীল জাতের আবাদ থেকে হেক্টর প্রতি সর্বাধিক ৭ মেট্রিকটন এবং হাইব্রিড জাত থেকে সর্বাধিক ৮ মেট্রিকটন ধানের ফলন হয়েছে। জানুয়ারি মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে বীজ রোপণ করে এপ্রিল মাসের শেষে এসে ধান কর্তন করছে কৃষকরা। জেলায় বিনা-১০, ব্রি-২৮,ব্রি-২৯, ব্রি-৪৭,ব্রি-৫৮, ব্রি-৬৭, ব্রি-৬৯, বি-৭৪, ব্রি-৮৪ ও ব্রি-৮৯ এবং হাইব্রিড জাতের মধ্যে ব্রি-৩ ও ৫, দুর্বার, তেজগোল্ড, সাথী, ময়না ও এসিআই এর রাজকুমার জাতের আবাদ হয়েছে। এ বছর করোনা পরিস্থিতিজনিত কারণে বড় বড় শহর থেকে কাজ হারিয়ে গ্রামের বাড়িতে আসা অনেকেই নতুন করে বোরো আবাদে নেমেছে। বাজারে এ বছর এখন পর্যন্ত ধানের দাম ভাল থাকায় বাম্পার ফলন পেয়ে কৃষকদের মধ্যে রয়েছে আনন্দ। কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে এই চাষাবাদে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও কৃষকদের সঙ্গে থেকে জেলায় আবাদ সম্প্রসারণ ও বাম্পার ফলন পেয়ে তাদের আত্মতৃপ্ত হয়েছেন।

ঝালকাঠি সদর উপজেলায় কেওরা ইউনিয়নের সংগ্রামনীল গ্রামের কৃষক খলিলুর রহমান তালুকদার ৬ বছর পূর্বে রেলওয়ে বিভাগ থেকে চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি তার এই গ্রামে নিজ বাড়িতে এসে ১ একর জমিতে ১ম বারের মত বিনা-১০ জাতের বোরো ধানের আবাদ করেছেন। ধানের ফলন বাম্পার ফলন পেয়ে তিনি। একই গ্রামের কৃষক মনির হাওলাদার কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে ১ বিঘায় কৃষি প্রদর্শনী সহায়তাসহ সাড়ে ৩ একরে বি-১০ জাতের বাম্পার ফলন পেয়েছেন। তিনি জানান, এ বছর চাষাবাদে কোন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল না। ধান কর্তনকালে এই এলাকার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নাজমুন্নাহারসহ উপজেলা কৃষি অফিসার মো. রিফাত সিকদার উপস্থিত ছিলেন। কৃষিবিদ রিফাত সিকদার জানান, এ বছর ধানের ফলন ভাল হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল জাত থেকে হেক্টর প্রতি ৬-৭ মেট্রিকটন এবং হাইব্রিড জাত থেকে সাড়ে ৭ থেকে ৮ মেট্রিকটন পর্যন্ত ধানের ফলন হয়েছে। ঝালকাঠি সদর উপজেলাই আবাদ সম্প্রসারিত হয়ে এ বছর ৫ হাজার ২শ ৫৫ হেক্টরে বোরো আবাদ হয়েছে।

ধান কেটে ঘরে তুলে দিয়েছে যুবলীগ

করোনা মহামারীতে শ্রমিক সঙ্কটে দিশেহারা ঝালকাঠির এক কৃষকের দুই বিঘা জমির বোরো ধান কেটে আঁটি বেঁধে মারাই করে ঘরে তুলে দিয়েছে জেলা যুবলীগের নেতাকর্মীরা। আজ শনিবার সকালে সদর উপজেলার আগলপাশা গ্রামের কৃষক সাইফুল তালুকদারের জমির ধান কাটেন তারা।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার বর্ষ ১২ সংখ্যা ৪৮ ■ ঢাকা ■ ২১ বৈশাখ ১৪২৮ ■ ২১ রমজান ১৪৪২ ■ ১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা ■ দ্বিতীয় সংস্করণ ৪ মে ২০২১

তারিখঃ ০৪/০৫/২০২১ (পৃঃ ০৯)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বোরোর বাম্পার ফলন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

চলতি মৌসুমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা চেয়ে আরও ১১ হেক্টর বেশি জমিতে বোরো ধানের ফলন হয়েছে। ইতিমধ্যে হাওরের ৯২ শতাংশ ধান কাটা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের ব্রাহ্মণবাড়িয়া কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এ বছর ১ লাখ ১০ হাজার ৮৮৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ১ লাখ ১০ হাজার ৮৯৬ হেক্টর জমিতে বোরো ধান আবাদ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১১ হেক্টর বেশি বোরো ধানের ফলন হয়েছে। জেলায় ৩ লাখ ৮১ হাজার ৪১৫টি কৃষক পরিবার রয়েছে। ধান কাটার সময় শেষ হওয়ার আগেই কৃষকরা এ বছর ধান ঘরে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। জানা গেছে, বোরো ভালো ফলনের জন্য কৃষকদের বীজ, সার ও পানি ইত্যাদি উপকরণ নিশ্চিত করা হয়েছিল। সরকারি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৩ হাজার ৮০০ জন কৃষককে এক বিঘা করে বোরো ধান আবাদের জন্য সার ও বীজ প্রদান করা হয়। ৩৫ হাজার কৃষকের মাঝে দুই কেজি হারে ৭০ হাজার কেজি বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন বীজ কোম্পানির এক কেজি হারে দেড় হাজার কৃষকের মাঝে হাইব্রিড বীজ বিতরণ করা হয়েছে। কসবা উপজেলায় ৫০ একর জমিতে সমালয়ের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়। ফলে বিগত বছরের তুলনায় প্রায় ৭ হাজার হেক্টর জমিতে নতুন উফশী জাতের যেমন ব্রি ধান ৮১, ব্রি ধান ৮৪, ব্রি ধান ৮৬, ব্রি ধান ৮৮, ব্রি ধান ৮৯, ব্রি ধান ৯২ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর বিভিন্ন প্রকার হাইব্রিড জাতের আবাদ এলাকা ৬ হাজার হেক্টর বাড়ানো হয়েছে।